দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 18 AUG 1987
পৃষ্ঠা 2 কলাম 7

55

একজন হেড মাষ্টারের বিলাপ

মতলব স্কুলের কাহিনী। বৃটিশ আমলে স্কুলটির প্রতিযোগিতা হইত চাঁদপুরের হাসান আলী হাইস্কুল ও কুমিল্লা জেলা স্কুলের সঙ্গে। পাকিস্তান আমলে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের ফৌজদারহাট ক্যাডেটের সঙ্গে মতলব স্কুল পাল্লা দিত। ভালভাবে টেষ্ট না করিয়া স্কুল ছাত্র ভর্তি করা হইত না। স্রেফ সার্টিফিকেটের উপর নির্ভর করা হইত না। টেষ্টের মাধ্যমেই ছাত্রের জারিজুরী বাহির হইয়া যাইত। ছাত্র ও স্কুলের হালচাল সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল হইয়া যাইত এবং তদনুসারে লেখাপড়া করিত।

এখন কোন ছাত্রকে ভর্তির ব্যাপারে বিমুখ হইতে হয় না। মাষ্টার সাহেবরাও ভাবেন, ছাত্র যত দুর্বল হইবে, ততই তাঁহাদের প্রাইভেট জমিয়া উঠিবে। মনে পড়ে, ক্যাডেট কলেজের মতই হোষ্টেলের ২৫০ হইতে ৩০০ ছাত্রকে মর্নিং প্যারেড করিতে হইত। কিউরেটাররা সকালে ও রাতে ছাত্রদের পড়াশুনায় সহায়তা করিতেন। টেষ্ট পরীক্ষার পর ছাত্রদের ২/৩ দিন পর পরই প্রতি বিষয়ে কোর্স পরীক্ষা নেওয়া হইত। তারপর সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াই আমার ছাত্ররা চাঁদপুরে পরীক্ষা দিতে যাইত। তাহারা নকলের ধারধারিত না। নিজেদের পেটে বিদ্যা যাহা জমা আছে তাহাই উত্তরপত্রে লিখিয়া কুল পাইত না। বার বার অতিরিক্ত খাতা সরবরাহ করিতে হইত। ইনভিজেলেটররা গালির সুরে বলিতেন: হারামজাদাদের কত পড়াই না পড়ানো হইয়াছে বাবা, খাতা দিয়া কুল পাইতেছি না! কুমিল্লায় থাকাকালে জনাব সালাহউদ্দিন সি,এস,পি প্রায়ই বলিতেন: পাটোয়ারী, গুণে-মানে তোমার স্কুল তো বাংলার ছোটখাট আলিগড়।

কিন্তু হায়, আজ সেই স্কুলের মান কোথায়? গত কয়েক বৎসরের মধ্যে মতলব স্কুলের একটি ছাত্রও বোর্ডের পরীক্ষায় ষ্ট্যাণ্ড করিতে সমর্থ হয় নাই। লেখাপড়া এখন শিকায় উঠিয়াছে। এমন কি, স্কুলের অনুকূলে দানে দেওয়া প্রায় ৪০ বৎসরের দখলী জমি লইয়াও ছিনিমিনি খেলা চলিতেছে। স্কুল আপনাদের, সর্বসাধারণের। আমার শুধু মর্মজ্বালা।

—ওয়ালিউল্লাহ পাটওয়ারী
অবসরপ্রাপ্ত হেড মাষ্টার, মতলব হাই স্কুল, চাঁদপুর।